ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া

বনাম Alagam Perumal Kone & OTHERS

(2021 সালের সিভিল আপিল No.680)

ফেব্রুয়ারি 22,2021

[অশোক ভূষণ এবং আর. সুভাষ রেড্ডি, জেজে।

] স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশনঃ এর অধীনে পেনশনের দাবি স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্প-প্রথম উত্তরদাতা 1997 সালে পেনশন প্রদানের জন্য আবেদন করেছিলেন। 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় অর্থাৎ 1942 সালের আগস্ট থেকে ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে তিনি আত্মগোপনে ছিলেন বলে দাবি করে-সরকারের কাছ থেকে নথি শংসাপত্রের (এনএআরসি) অনুপলব্ধতা প্রথম আবেদনের সাথে উপস্থিত করা হয়নি এবং কেবল একটি শংসাপত্র, যা সিজেএম দ্বারা প্রত্যয়িত।মাদুরাই-কে হাজির করা হয়-আবেদনকারীর কাছে পাঠানো প্রথম আবেদনটি কোনও নির্দিষ্ট সুপারিশ ছাড়াই ছিল-দাবিটি বিবেচনা ও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল-উক্ত আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়নি-এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের প্রায় 13 বছর পর, প্রথম উত্তরদাতা আবার স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় পেনশন দাবি করেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর ছয় মাসেরও বেশি কারাবাস-উক্ত আবেদনে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে অর্থাৎ 05.01.1944 থেকে 05.07.1944 পর্যন্ত কারারুদ্ধ ছিলেন, যা তিনি প্রথম আবেদনে যে সময়কাল উল্লেখ করেছেন তার সাথে ভিন্ন ছিল-নোটিশ জারি না করে এবং আপিলকারীকে পাল্টা হলফনামা দাখিল করার সুযোগ না দিয়ে, হাইকোর্ট পেনশন মঞ্জুর করে পিটিশনের নিষ্পত্তি করেছে-আপিলে বলা হয়েছেঃ প্রথম উত্তরদাতার দাবি এই প্রকল্পের অধীনে ছিল, যা আপিলকারী দ্বারা অবহিত করা হয়েছিল-সরকার-এই প্রকল্পে একজন দাবিদারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে কারাবাসের প্রমাণীকরণের জন্য কিছু নথি দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-দাবিদার মানদণ্ড পূরণ করুক বা না করুক, এটি এটি পরীক্ষা করার দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের-তাছাড়া, 1997 সালে যখন প্রথম উত্তরদাতার আবেদন ইতিমধ্যেই খারিজ হয়ে গিয়েছিল, যখন এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল, তখন প্রথম উত্তরদাতার পক্ষে নতুন আবেদনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের জন্য পেনশনের দাবি করার সুযোগ ছিল না-যখন এই ধরনের গুরুতর বাস্তবতা ছিল।বিরোধগুলি বিবেচনার জন্য উদ্ভূত হয়, হাইকোর্টের উচিত নয়

অন্যান্য

এমনকি একটি নোটিশ জারি না করেই এবং আপিলকারীর করা অভিযোগগুলি প্রত্যাখ্যান করার জন্য পাল্টা হলফনামা দাখিল করার সুযোগ না দিয়ে উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়েছে

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত বলেছেঃ ।. দাবিদার মানদণ্ড পূরণ করেন কি ন এটি পরীক্ষা করার দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের। এমনকি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনটি বিবেচনা করার আগেই, অনুশীলন বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার ক্ষেত্রে হাইকোর্টের পেনশন প্রদানের জন্য কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল না। এই ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, এর আগে প্রথম উত্তরদাতার দাবি ইতিমধ্যেই খারিজ হয়ে গিয়েছে এবং উক্ত আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বিশিষ্ট একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত 's "আদেশ পর্যালোচনার পর, আমরা মনে করি যে পেনশন মঞ্জুরের জন্য প্রথম উত্তরদাতাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য কোনও বৈধ কারণ বরাদ্দ করা হয়নি। এটি প্রতীয়মান হয় যে প্রথম উত্তরদাতা আপিলকারীর সামনে এবং হাইকোর্টের সামনে দ্বিতীয়বারের জন্য আবেদন করার সময় পূর্ববর্তী আদেশগুলি উপস্থাপন করে তার পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানের কথা প্রকাশ করেননি। [অনুচ্ছেদ 25] [803-ই-জি]

2. যাই হোক না কেন, যখন এই ধরনের গুরুতর তথ্যগত বিরোধ বিবেচনার জন্য উঠে আসে, তখন হাইকোর্টের নোটিশ জারি না করেই উত্তরদাতার দায়ের করা আবেদনের নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল না। এবং প্রত্যাখ্যান করার জন্য পাল্টা হলফনামা দাখিল করার সুযোগ দেওয়া আবেদনকারীর করা অভিযোগ। [অনুচ্ছেদ 26] [803-এইচ; 804-এ

] 3. তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপিলকারী আরও ভালো অবস্থানে থাকেন। এই কারণে যে, যদিও প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা 10.04.1997-এ করা আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এবং উক্ত আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তবুও তিনি আবার একই অনুরোধ নিয়ে আপিলকারীর কাছে যান। এমনকি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করার আগেই আবেদন, ।ম উত্তরদাতা রিট পিটিশন দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং হাইকোর্ট, আবেদনটি কেবল গ্রহণই করেননি, এমনকি আবেদনকারীর কাছে পাল্টা হলফনামা দাখিলের নোটিশ এবং সুযোগ ছাড়াই নিষ্পত্তি করেন। এমনকি হাইকোর্টের জি ডিভিশন বেঞ্চও বিভিন্ন কারণ বিবেচনা করেনি। একক বিচারকের আদেশ নিশ্চিত করার সময় আপিলকারী দ্বারা উত্থাপিত। [অনুচ্ছেদ 28,29] [804-ডি-এফ]

4. এটা সত্য হতে পারে যে প্রথম উত্তরদাতা পেনশন পাচ প্রকল্প অনুযায়ী, রাজ্য দ্বারা প্রস্তাবিত, কিন্তু, একই সময়ে,

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

1980 সালের প্রকল্পের অধীনে পেনশন দাবি করার ক্ষেত্রে, প্রথম উত্তরদাতাকে এই প্রকল্পের অধীনে বিবেচিত প্রয়োজনীয় প্রমাণ জমা দিতে হবে। যখন দাবিটি একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের অধীনে থাকে, যদি না কেউ পেনশন প্রদানের জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে, যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছ এই প্রকল্পে, কোনও আবেদনকারী অধিকার হিসাবে এই ধরনের পেনশন দাবি করতে পারবেন না। [অনুচ্ছেদ 30] [804-জি]

ডব্লিউ. বি. স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগঠন বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস 2004 (7) এস. সি. সি 716: [2004] 3 সাপ্লাই। এস. সি. আর 665; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম। বিকাশ আর. ভৌমিক এবং অন্যান্যরা 2004 (7) এস. সি. সি 722; ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়াভ। সীতাকান্ত এস. দুভাশি এবং আনর। 2020 (3) এস. সি. সি 297: [2020] 3 । এস. সি. আর 736-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইনের রেফারেন্স

[2004] 3 সাপ্লাই। এস. সি. আর 665 উল্লেখ করা হয়েছে অনুচ্ছেদ 19
2004 (7) এস. সি. সি 722 উল্লেখ করা অনুচ্ছেদ 20
[2020] 3 এস. সি. আর 736 উল্লেখ করা হয়েছে 21 নং অনুচ্ছেদে

নাগরিক আবেদনের বিচারঃ 2021 সালের 680 নং দেওয়ানি আপিল। ডাব্লু. এ-তে মাদুরাইয়ের মাদ্রাজ হাইকোর্টের 29.08.2018 তারিখের রায় ও আদেশ থেকে। (এম. ডি) 2018 সালের 907 নং। শ্রীমতী মাধবী দিওয়ান, এ. এস. জি, বি. ভি. বলরাম দাস, শ্রীমতী দীক্ষা রাই, শ্রীমতী নূপুর শর্মা, সামজ্যর লেপচা, অ্যাড. আবেদনকারীর জন্য। দিব্যাংশু শ্রীবাস্তব, শ্রীমতি গরিমা বাজাজ, নিখিল বামাল, অ্যাড. উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করা হয়েছিল

আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।

1. লিভ মঞ্জুর করা হয়েছে।

2. এই আপিলটি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া দ্বারা দায়ের করা হয়েছে, যার দ্বারা ক্ষুব্ ডাব্লু. এ-তে 29.08.2018 তারিখের রায় এবং আদেশ পাস হয়েছে। (এমডি) না। 907 মাদ্রাজ হাইকোর্ট (মাদুরাই বেঞ্চ) দ্বারা জি 2018, যার মাধ্যমে, আপিলকারীর আবেদনটি ডাব্লু. পি-তে পাস হওয়া বিদ্বান একক বিচারকের আদেশকে নিশ্চিত করে খারিজ করা হয়। (এমডি) না। 17290 2017 সালের।

3. 26.10.2017 তারিখের আদেশ অনুসারে, ডব্লিউ. পি.-তে পাস করা হয়েছে। (এম. ডি) 2017 সালের <আই. ডি. 1>, এখানে 1ম উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা, রিট এইচ পিটিশন নিষ্পত্তি করার সময়, আপিলকারীকে নির্দেশ জারি করা হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা

অন্যরা [আর. সুভাষ রেড্ডি, জে।]

স্বতন্ত্র সৈনিক এ সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় প্রথম উত্তরদাতাকে যোদ্ধাদের পেনশন এবং আদেশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত আদেশ পাস করুন।

4. বিদ্বান একক বিচারপতির আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপিলকারী এখানে লেটার্স পেটেন্টের 15 ধারার অধীনে রিট আপিল পছন্দ করেন এবং এটি বিতর্কিত আদেশ দ্বারা খারিজ করা স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন প্রদানের জন্য আবেদনকারীকে নির্দেশ দেওয়ার নির্দেশ

। 7. এটি আপিলকারীর মামলা যে রিট পিটিশনের শুনানি হয়েছিল এবং নোটিশ জারি না করে এবং আবেদনে করা অভিযোগগুলি খণ্ডন করার জন্য পাল্টা হলফনামা দাখিল করার কোনও সুযোগ না দিয়ে 26.10.2017 তারিখের আদেশ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

8. শিক্ষিত একক বিচারক, প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা করা কিছু যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে, একটি ফলাফল রেকর্ড করে যে অনুমোদিত শংসাপত্র দ্বারা জারি করা শংসাপত্র পেনশন মঞ্জুর করার জন্য যথেষ্ট, নিষ্পত্তি করেছে

সুপ্রিম কোর্টের প্রতিবেদন

আবেদনকারীকে স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় পেনশন দেওয়ার এবং সে সম্পর্কে উপযুক্ত আদেশ পাস করার নির্দেশ দিয়ে আবেদনে বলা হয়েছে।

9. আপিলকারীর ক্ষেত্রেও ডিভিশন বেঞ্চের সামনে নির্দিষ্ট কারণ উত্থাপিত হলেও, 'খ'-কে উল্লেখ করে যে রিট পিটিশনে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি; ।ম উত্তরদাতার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন মঞ্জুরের আবেদনটি প্রয়োজনীয় নথির দ্বারা সমর্থিত ছিল না; এবং পেনশন মঞ্জুরের জন্য প্রথম আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি প্রকাশ না করে, হাইকোর্ট বৈধ কারণ উল্লেখ না করেই এবং আবেদনে উত্থাপিত কোনও ভিত্তি বিবেচনা না করেই আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

10. এই আদালতের সামনে, পাল্টা হলফনামা ।ম দ্বারা দাখিল করা হয উত্তরদাতা। আপিলকারীর করা বিভিন্ন অভিযোগ অস্বীকার করার সময় বলা হয়েছে যে, যেহেতু আপিলকারী হাইকোর্টের জারি করা নির্দেশাবলী মেনে চলেননি, তাই তিনি ইতিমধ্যে আদালত অবমাননার আবেদন করেছেন এবং তা প্রকাশ না করেই এই আদালতে বিশেষ অনুমতি আবেদন দায়ের করা হয়েছে। আবেদনে করা অভিযোগের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে তিনি কারাবাস সবিভিন্ন ক্ষতি ও কষ্ট ভোগ করেছিলেন। 1944 সালে ছয় মাসের কারাদণ্ড)। অধিকন্তু, 1942 সালে (আগস্ট, 1942 থেকে ডিসেম্বর, 1943) তাঁকে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে আত্মগোপনে থাকতে হয়েছিল, কারণ তাঁকে আটকের আদেশের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

11. উপরন্তু, বলা হয়েছে যে তিনি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন, তার অংশগ্রহণের ফলস্বরূপ, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং আলিপুরম কেন্দ্রীয় কারাগারে 05.01.1944 থেকে 05.07.1944 পর্যন্ত ছয় মাসেরও বেশি সময় ধরে রাখা হয়েছিল।

12. 1997 সালে তাঁর প্রথম আবেদনের কথা উল্লেখ করে, অভিযোগ করা হয় যে, তাঁর দ্বারা করা এই ধরনের আবেদনটি আপিলকারী যথাযথ যত্নের সাথে মোকাবিলা করেননি এবং আপিলকারী প্রথম উত্তরদাতার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষেত্রে একটি অলস দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানের কথা উল্লেখ করার সময় বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী তাঁর প্রথম আবেদনে এই ধরনের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা ছিল উদ্ভট এবং স্বেচ্ছাচারী

13. আবেদনকারীর দ্বারা সম্বোধন করা 30.08.2017 তারিখের চিঠির জবাবে বলা হয়েছে যে তিনি 07.09.2017 তারিখের চিঠির মাধ্যমে উত্তর দিয়েছেন, যাতে বলা হয়েছে যে অন্যান্য সমস্ত প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী মারা গেছেন এবং একজন মিঃ এ. এম. লক্ষ্মণন ছাড়া যার সহ-বন্দী শংসাপত্র ইতিমধ্যে একজন মিঃ এ. সি এর শংসাপত্র সহ জমা দেওয়া হয়েছে।

পেরিয়াসামি, এইভাবে, তিনি এই প্রকল্পের অধীনে বিবেচিত এ হিসাবে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা মেনে চলেছেন, যেমন, হাইকোর্টের জারি করা আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি নেই।

14. আমরা ভারত সরকারের পক্ষে উপস্থিত অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল শ্রীমতি মাধবী দিওয়ান এবং বিবাদী/রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রী দিব্যাংশু শ্রীবাস্তবকে শুনেছি।

18. এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বেশ কয়েকটি ভিত্তি উত্থাপন করা সত্ত্বেও, এফ ডিভিশন বেঞ্চও এটি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এখানে আপিলকারীর দায়ের করা আপিল খারিজ করে বিজ্ঞ একক বিচারকের আদেশকে নিশ্চিত করেছে।

19. তাঁর যুক্তির সমর্থনে শিক্ষিত আইনজীবী W.B.Freedom ফাইটার্স অর্গানাইজেশন বনাম-এর ক্ষেত্রে এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেছিলেন। জি ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস 'এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে রায় বনাম। বিকাশ আর. ভৌমিক এবং অন্যান্য 2।

1. 2004 (7) এস. সি. সি 716

2. 2004 (7) এস. সি. সি 722

20. অন্যদিকে, শ্রীযুক্ত দিব্যাংশু শ্রীবাস্তব, প্রথম উত্তরদাতা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান কৌঁসুলির জমা দেওয়া বক্তব্যগুলি প্রত্যাখ্যান করে যুক্তি দিয়েছেন যে যদিও উত্তরদাতা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছেন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কালে কারাবাস ছাড়াও লোকসানের সম্মুখীন হয়েছেন, তবে তিনি পেনশন থেকে অযথা বঞ্চিত, যা তিনি পাওয়ার অধিকারী, পরিকল্পনা প্রস্তুত।

21. 2019 সালের স্পেশাল লিভ পিটিশন (সি) No.11132 (2019-এর ডায়েরি No.2923)-এ গৃহীত 26.04.2019 তারিখের আদেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময়, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে অনুরূপ পিটিশন ইতিমধ্যে এই আদালত দ্বারা খারিজ করা হয়েছে এবং আরও নির্ভর করে এই আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম। বিশিষ্ট আইনজীবী সীতাকান্ত এস. দুভাশি এবং আনার 3 বলেছেন যে হাইকোর্টের বিতর্কিত আদেশে কোনও অবৈধতা নেই এবং এতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি নেই।

22. আরও বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই যে নথিগুলি দাখিল করা হয়েছে, সেগুলি স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান ডি পেনশন প্রকল্প অনুযায়ী পেনশন দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এবং যেহেতু আবেদনকারী পেনশন দেওয়ার জন্য তাঁর আবেদন বিবেচনা করছিলেন না, তাই হাইকোর্টের একক বিচারপতি পেনশন দেওয়ার জন্য যথাযথ নির্দেশ জারি করেছেন। তাতে হস্তক্ষেপ করার কোনও ভিত্তি নেই।

23. এটি কোনও বিতর্কের বিষয় নয় যে, প্রথম ক্ষেত্রে, প্রথম উত্তরদাতা ই, 1997 সালে পেনশন মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেছিলেন এবং প্রথম উত্তরদাতার জমা দেওয়া 10.04.1997 তারিখের আবেদনটি নথিতে রাখা হয়েছে। উক্ত আবেদনে, প্রথম উত্তরদাতা বলেছেন যে 1942 সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন। 1942 সালের আগস্ট থেকে ছয় মাসেরও বেশি সময়কাল পর্যন্ত। সেই সময়, প্রথম আবেদনের সাথে, সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত নথি শংসাপত্রের অনুপলব্ধতা (এনএআরসি) উপস্থাপন করা হয়নি এবং কেবল সিজেএম, মাদুরাই দ্বারা প্রত্যয়িত একটি শংসাপত্র তৈরি করা হয়েছিল।

24. প্রথম আবেদন, যা আবেদনকারীর কাছে পাঠানো হয়েছিল, তা কোনও নির্দিষ্ট সুপারিশ ছাড়াই ছিল। এই ধরনের প্রাপ্তির প 2য় উত্তরদাতার যোগাযোগ, 1ম উত্তরদাতার দাবি বিবেচনা করা হয়েছিল এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। উক্ত আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা হয়নি। এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের প্রায় 13 বছর পর, 1ম উত্তরদাতা আবার তাঁর 3 জনের আবেদনে স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় পেনশন দাবি করেছেন

1 2020 (3) এস. সি. সি 297

05.01.1944 05.07.1944, যা স্পষ্টভাবে সেই সময়ের সাথে বৈপরীত্য যা তিনি প্রথম আবেদনে উল্লেখ করেছেন। যদিও, পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যান 'খ' চূড়ান্ত হয়ে গেছে এবং ।ম উত্তরদাতার দাবিগুলিতে উল্লিখিত বিবরণগুলি নোটিশ জারি না করে এবং আপিলকারীকে পাল্টা হলফনামা দাখিল করার সুযোগ না দিয়ে প্রথমবার উল্লিখিত বিবরণগুলির সাথে ভিন্ন, তবে বিদ্বান একক বিচারক পেনশন মঞ্জুর করার জন্য একটি ইতিবাচক নির্দেশনা দিয়ে আবেদনটির নিষ্পত্তি করেছেন। প্রথম উত্তরদাতার দাবি এই প্রকল্পের আওতায় রয়েছে, যা আপিলকারী-সরকার দ্বারা অবহিত। সি এই প্রকল্পটি প্রমাণীকরণের জন্য নির্দিষ্ট নথি দাখিল করার নির্দেশ দেয় একজন দাবিদারকে স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে কারাবাস।

25. এটি আপিলকারীর মামলা যে ।ম উত্তরদাতার দায়ের করা ডকুমেন্টারি প্রমাণ এই পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এটি এমন একটি বিষয় যা বিবেচনা করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের উপর ছেড়ে দিতে হবে। যখন ।ম উত্তরদাতার আবেদন ইতিমধ্যে ।997 সালে প্রত্যাখ্যাত হয়, যখন এই ধরনের প্রত্যাখ্যানের আদেশ চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন এটি ।ম উত্তরদাতার জন্য উন্মুক্ত নয় নতুন আবেদনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের জন্য পেনশনের দাবি জানানোর জন্য উত্তরদাতা। প্রথম উত্তরদাতা এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন, যদি তিনি তাঁর দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক উপাদান উপস্থাপন করেন। প্রমাণের পর্যাপ্ততার ক্ষেত্রে, প্রকল্পটি নিজে উল্লেখ করে যা নথিগুলির সাথে উপস্থাপন করা প্রয়োজন আবেদন। দাবিদার মানদণ্ড পূরণ করেন কি না, তা পরীক্ষা করার দায়িত্ব উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের। এমনকি আবেদনের আগেই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচিত, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, হাইকোর্টের এফ পেনশন প্রদানের জন্য কোনও নির্দেশ জারি করা উচিত ছিল না। এই ক্ষেত্রে এটাও লক্ষ্য করতে হবে যে, এর আগে প্রথম উত্তরদাতার দাবি ইতিমধ্যেই খারিজ হয়ে গিয়েছে এবং উক্ত আদেশ চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। বিশিষ্ট একক বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পর্যালোচনার পর, আমরা মনে করি যে পেনশন প্রদানের জন্য প্রথম উত্তরদাতাকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য কোনও বৈধ কারণ বরাদ্দ করা হয়নি। এটি প্রতীয়মান হয় যে প্রথম উত্তরদাতা আপিলকারীর সামনে এবং হাইকোর্টের সামনে দ্বিতীয়বারের জন্য আবেদন করার সময় পূর্ববর্তী আদেশগুলি উপস্থাপন করে তার পূর্ববর্তী প্রত্যাখ্যানের কথা প্রকাশ করেননি।

26. যাই হোক না কেন, যখন এই ধরনের গুরুতর তথ্যগত বিরোধ বিবেচনার জন্য উঠে আসে, তখন হাইকোর্ পিটিশনের নিষ্পত্তি করা উচিত ছিল না।

এমনকি নোটিশ জারি না করেই এবং আপিলকারীর করা অভিযোগগুলি খণ্ডন করার জন্য পাল্টা হলফনামা দাখিল করার সুযোগ না দিয়ে উত্তরদাতার দ্বারা দায়ের করা হয়েছে। এই আদালতের রায়গুলি, W.B.Freedom ফাইটার্স অর্গানাইজেশন বনাম-এর ক্ষেত্রে বিদ্বান অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলের উপর নির্ভর করেছিল। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড আদারস 'এবং ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে v। বিকাশ আর. ভৌমিক এবং অন্যান্য 2 আবেদনকারীর আবেদনকে সমর্থন করবে। W.B.Freedom ফাইটার্স অর্গানাইজেশন v-এর ক্ষেত্রে। ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য, এই আদালত রায় দিয়েছে যে যখন উপযুক্ত কমিটি বিবেচনা করে মতামত দিয়েছে যে আবেদনগুলি প্রয়োজনীয় নথি দ্বারা সমর্থিত নয় এবং আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করেছে, তখন এই আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না এবং এই ধরনের ফলাফলগুলিকে বিকৃত বা অযৌক্তিক বলা যায় না।

27। উপরন্তু, ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া বনাম বিকাশ আর. ভৌমিক এবং অন্যান্য 2-এর ক্ষেত্রে, এই আদালত রায় দিয়েছে যে 1980 সালের স্বতন্ত্র সৈনিক সম্মান পেনশন প্রকল্পের আওতায় পেনশন এই প্রকল্পের অধীনে প্রয়োজনীয় প্রমাণ অনুযায়ী মঞ্জুর করা যেতে পারে এবং অন্য কোনও পদ্ধতিতে নয়। উক্ত রায়ে, এই আদালত হাইকোর্টের জারি করা আদেশকে উল্টে দিয়েছে।

28। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আপিলকারী আরও ভাল অবস্থানে রয়েছেন, কারণ যদিও প্রথম উত্তরদাতার দ্বারা 10.04.1997-এ করা আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং উক্ত আদেশটি চূড়ান্ত হয়ে গেছে, তবুও তিনি আবার একই অনুরোধ নিয়ে আপিলকারীর কাছে যান। এমনকি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনটি বিবেচনা করার আগেই, ।ম উত্তরদাতা ই রিট পিটিশন দাখিল করে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এবং হাইকোর্ট আবেদনটি কেবল গ্রহণই করেননি, এমনকি আবেদনকারীর কাছে পাল্টা হলফনামা দাখিলের নোটিশ এবং সুযোগ ছাড়াই নিষ্পত্তি করেন।

29. ডিভিশন বেঞ্চের দেওয়া আদেশটিও আমরা পর্যালোচনায় নিয়েছি। এমনকি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করেনি। আপিলকারীর দ্বারা উত্থাপিত ভিত্তি, পণ্ডিতের আদেশ নিশ্চিত করার সময় একক বিচারক।

30. এটি সত্য হতে পারে যে প্রথম উত্তরদাতা পেনশন পাচ রাজ্য কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুসারে, কিন্তু একই সময়ে, 1980 সালের প্রকল্পের অধীনে পেনশন দাবি করার জন্য, প্রথম উত্তরদাতাকে প্রকল্পের অধীনে বিবেচিত জি-র প্রয়োজনীয় প্রমাণ জমা দিতে হবে। যখন দাবিটি কোনও নির্দিষ্ট প্রকল্পের অধীনে থাকে, যদি না কেউ পেনশন মঞ্জুর করার যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করে, যেমনটি প্রকল্পে উল্লিখিত হয়েছে, কোনও আবেদনকারী অধিকার হিসাবে এই ধরনের পেনশন দাবি করতে পারবেন না।

31. যদিও, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী-রিট পিটিশনার এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের উপর নির্ভরতা রেখেছেন

প্রতিটি ক্ষেত্রে, যেমন, বিদ্বান কৌঁসুলির দ্বারা নির্ভর করা রায় তার মামলার সমর্থনে কোনও সহায়তা করে না।

32. উপরে বর্ণিত কারণগুলির পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এই আপিলের অনুমতি দিই এবং সি ডাব্লু. এ-তে পাস হওয়া 29.08.2018 তারিখের রায়টি বাতিল করে দেয়। মাদ্রাজ হাইকোর্ট (মাদুরাই বেঞ্চ) দ্বারা 2018 সালের (এমডি) No.907 এবং ফলস্বরূপ, 2017 সালের 17290 নং রিট পিটিশনে দায়ের করা রিট পিটিশন খারিজ হয়ে যায়, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ ছাড়াই।

দেবিকা গুজরাল

আপিল অনুমোদিত।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়ো গের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।